তারিখ ... 6 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১ ... ৪

দৈনিক
আমাদের সময়

একাদশে ভর্তির আবেদন শুরু ৯ মে

ভর্তি হয়ে অন্য কলেজে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী ৯ মে অনলাইনে শুরু হচ্ছে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন। চলবে ৩১ মে পর্যন্ত। প্রথম দফায় ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে ৫ জুন নির্ধারণ করে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালার খসড়া করা হয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী এবার এক কলেজে ভর্তি হয়ে ফের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না। অর্থাৎ ভর্তির আগেই 'মাইগ্রেশন' করতে হবে।

একটি শিক্ষা বোর্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, এবার একসঙ্গে সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে ভর্তির জন্য পছন্দক্রম দেওয়া যাবে। এর মধ্যে এসএসসির ফল অনুযায়ী একটি কলেজ নির্ধারণ করে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

একাদশে ভর্তির আবেদন শুরু ৯ মে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দেওয়া হবে। যা আগে ১০টি কলেজে মেধাক্রমে নাম রাখা হতো ভর্তি প্রত্যাশী শিক্ষার্থীর। কলেজ নির্ধারণের পর নির্ধারিত ফি দিয়ে শিক্ষার্থীই ওই কলেজে ভর্তির নিশ্চয়ন দেবেন। অনলাইনে নিশ্চয়নের আগে তাকে 'মাইগ্রেশন' দেওয়ারও সুযোগ থাকবে। প্রথমবারে না হলে পরে আবারও দুই দফায় পছন্দক্রম দিয়ে আবেদন করা যাবে। একবার ভর্তি হয়ে ফের অন্য কলেজে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। ভর্তির আগেই মাইগ্রেশন করতে হবে। আগের পদ্ধতিতে কোনো শিক্ষার্থী প্রথমে এক কলেজে ভর্তি হয়ে টাকা ব্যয় করে ফের অন্য কলেজে গিয়েও নতুন ভর্তিতে টাকা দিতে হতো। এবার অভিভাবকরা এই ঝামেলায় পড়বেন না। নির্ধারিত সময়ে ভর্তির কাজ শেষে ১ জুলাই ক্লাস শুরু হবে। এ ছাড়া মফস্বল ও উপজেলা সদরের পৌর এলাকায়; জেলা সদরের পৌর এলাকায়; মহানগরে; ঢাকা মহানগর এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; ঢাকা মহানগরের আংশিক এমপিওভুক্ত ও এমপিওভুক্ত নয়; ইংরেজি ভার্সন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোথায় কত টাকা লাগবে তা নির্ধারণ করে দেবে সরকার।

এদিকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর তুলনায় ভালো কলেজে আসন সংকটের কারণে ৫৫ হাজার শিক্ষার্থী তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ফল হাতে পাওয়ার পর থেকেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠায় সময় পার করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ভর্তির জন্য আমাদের প্রচুর আসন আছে। ভর্তি হতে চাইলে একজন শিক্ষার্থীও সুযোগবঞ্চিত থাকবে না। তবে মানসম্পন্ন কিছু কলেজে ভর্তির চাহিদা আগেও বেশি ছিল, এটা সব সময়ই থাকবে। অন্যদেরকে মানে উন্নতি করতে হবে। তাহলে অভিভাবকদের দৃষ্টি কাড়তে পারবে তারা। নিম্নমানের পাঠদানে কেউ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। অবশ্যই লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে। আমরাও চাই সবাই প্রতিযোগিতায় ভালো করুক।

এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ জন। জিপিএ-৫ এর চেয়ে কম কিন্তু জিপিএ-৪ কিংবা তার চেয়ে বেশি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৫ জন। মূলত এই দুটি ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে নামকরা কোনো কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোসহ সারা দেশে জেলা পর্যায়ে এমন কলেজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাবে দেখা গেছে, সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৮ হাজার ৮৬৪টি। যার মধ্যে মানসম্মত কলেজের সংখ্যা মাত্র পৌনে দু'শ। এসব কলেজে আসন সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো। তাই ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি দেড় লাখও ওইসব কলেজ টার্গেট করে, সে ক্ষেত্রেই জটিলতা দেখা দেবে। তারা চাইলেও পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

ব্যানবেইসের হিসাবে, ঢাকা বিভাগে ৭০টি, রংপুর বিভাগে ২৯টি, বরিশাল বিভাগে ১২টি, রাজশাহী বিভাগে পাঁচটি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭টি, খুলনা বিভাগে ১১টি এবং সিলেট বিভাগে ২২টি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব কলেজে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শুধু জিপিএ-৫ ধারীরা ভিড় করলেই সবার সংস্থান হবে না।

আবার রাজধানীতে মোট ১৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণি রয়েছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে ৪৩ হাজার ৫১৯টি। এর মধ্যে ভালো মানের কলেজ আছে মাত্র ২০-২২টি, যেখানে আসন সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। বিপরীত দিকে ঢাকা বোর্ডেই এবার পাস করেছে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪০ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯ হাজার ৪৮১ জন। আবার জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮৪৮ জন। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ কতটা থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আজ-কালের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি নীতিমালা জারি করবে। সেই অপেক্ষায় আছে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।